প্রথম আলো

তারিখ 17 MAY 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

কমিশন গঠন নিয়ে তিনটি শর্ত দিয়েছে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক

কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাসনদের স্বীকৃতির জন্য প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত কমিশন গঠন করার বিষয়ে তিনটি শর্ত দিয়েছে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরবিয়া (বেফাক)। শর্তগুলো হলো: প্রথমত, কমিশনে বেফাকের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য থাকতে হবে; দ্বিতীয়ত, কমিশনের চেয়ারম্যান হবেন বেফাকের সভাপতি এবং তৃতীয়ত, বেফাককে একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

গতকাল শনিবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বেফাকের পক্ষ থেকে এসব শর্তের কথা বলা হয়। গত ১৮ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলেম-ওলামাদের বৈঠকের পর এত দিনেও কমিশন না হওয়ার পেছনে সংবাদ সম্মেলনে চারটি আঞ্চলিক শিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে দায়ী করা হয়েছে। বেফাক বলেছে, কমিশনে সম্মিলিত বোর্ড সমান প্রতিনিধিত্ব দাবি করলেও তা তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

কারণ হিসেবে বেফাকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কওমি মাদ্রাসার আলেম-ওলামারা কেবল দাওরায়ে হাদিসের সনদের স্বীকৃতি চান। সারা দেশে প্রায় ৪০০ দাওরায়ে হাদিস মাদ্রাসা রয়েছে। এর মধ্যে তিন শতাধিক মাদ্রাসা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেফাকের সঙ্গে জড়িত। অন্যদিকে সম্মিলিত বোর্ডের সঙ্গে রয়েছে অনূর্ধ্ব ৭০টি মাদ্রাসা। এ কারণে বেফাক আনুপাতিক হারে সম্মিলিত বোর্ডকে এক-চতুর্থাংশ সদস্য দিতে চেয়েছে। কিন্তু সম্মিলিত বোর্ড সংস্থা চাইছে, কমিশনে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে বেফাকের সমান। তারা বেফাককে নিয়ে নানা নেতিবাচক কথাও বলছে। এ কারণে কমিশন গঠন নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থায় বেফাক সব দাওরায়ে হাদিস মাদ্রাসাকে একত্র করে মতামত নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

বেফাকের মহাসচিব মাওলানা আবদুল জাব্বার সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। তিনি জানান, ২০ মে তাঁরা দাওরায়ে হাদিস মাদ্রাসাগুলোর মতামত নেওয়ার লক্ষ্যে একটি সম্মেলন আহ্বান করেছেন।

বেফাকের উপদেষ্টা ও খেলাফত আন্দোলনের আমির মাওলানা আহমদউল্লাহ্ আশরাফ, বেফাকের দুই সহকারী মহাসচিব মাওলানা আবুল ফাত্তাহ্ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ও মুফতি মাহফুজুল হক, বেফাকের নির্বাহী কমিটির সদস্য মাওলানা নূরুল ইসলাম, খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা জাফরুল্লাহ্ খান প্রমুখ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।